বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

প্রথম খন্ড

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬ - ২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	-
২.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৮
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমুহ)	৯-২৮
৪.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমুহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমুহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ ব্যয় ও আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১২টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৭/০৭/২০২০ বঙ্গাব্দ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদ সমূহের শিরোনাম	জড়িত টাকা (অংকে)	জড়িত টাকা (কথায়)	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪	৫
০১	কর্তৃপক্ষের অবহেলা/শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে স্থাবর সম্পদ বেদখল।	--	--	১১-১২
০২	ECNEC কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত ৭৯ হতে ৮০ মিটারের স্থলে ৫০ মিটার রিভার বেড ধরে ২৯ মিটার কম প্রস্থে নদী খনন কাজের চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৫,৯৩,৬৬,৯০২	পঁচিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ ছিষট্টি হাজার নয়শত দুই	১৩
০৩	অনুমোদিত প্রাক্কলনে নদীর পুনঃখননকৃত মাটি নির্দিষ্ট দূরত্বে না ফেলে কার্যস্থল সীমানায় ফেলায় পুনরায় নদী ভরাটের সম্ভাবনা থাকায় এবং মাটি পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।	২৬,৭৪,২৪,৭০৩	ছাব্বিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন	১৪-১৫
০৪	ড্রেজিং চার্জ বাবদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাভোগীর নিকট অনাদায়।	১৩,৫০,৭০,৪৯৩	তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশত তিরানব্বই	১৬
০৫	টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনাকৃত ব্লকের চেয়ে অতিরিক্ত ব্লকের মূল্য পরিশোধ করায় পাউবো'র ক্ষতি।	৭,৭৯,৬০,৫৮৪	সাত কোটি ঊনআশি লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশত চুরাশি	১৭-১৮
০৬	ড্রেনেজ স্লুইস গেটের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ছাড়াই কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে ক্ষতি।	৭,০৮,৯৯,৮২৩	সাত কোটি আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত তেইশ	১৯
০৭	ঢাকা সিটি করপোরেশন এরিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ১০৪১.১৫৮২ একর জমি বেদখল এবং হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড না হওয়ায় অনিয়ম।	--	--	২০
০৮	কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা নির্দেশনা অনুযায়ী কাবিটা স্কিমের মাধ্যমে হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় সরকারের অপচয়।	১,৮০,৫০,৯৫৮	এক কোটি আশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত আটান্ন	২১-২২
০৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিজস্ব ড্রেজার বিভাগকে কাজ না দিয়ে টেন্ডার ব্যতীত প্রাক্কলিত দরের অতিরিক্ত দরে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন করে অনিয়মিতভাবে বিল প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি।	১,৮৬,৬৭,১৫৯	এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত ঊনষাট	২৩-২৪
১০	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণে ব্যর্থ ঠিকাদারের সাথে পুনরায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন এবং বিল প্রদান করায় ক্ষতি।	৬২,৯৪,২৮৮	বাষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত আটাশি	২৫-২৬
১১	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় পাউবোর রাজস্ব ক্ষতি।	১,৭৮,৩৪,৪৪৬	এক কোটি পঁচাশি লক্ষ	২৭

			বাইশ হাজার একশত তেইশ	
১২	তৈরিকৃত সিসি ব্লক শতভাগ স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় ক্ষতি।	৫,৮৪,৩৮,৪১৫	পাঁচ কোটি চুরাশি লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত পনের	২৮
	সর্বমোট =	**৯৩,০০,০৭,৭৭১**		
কথায় : তিরানব্বই কোটি সাত হাজার সাতশত একাত্তর টাকা মাত্র।				

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	:	২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	নিয়মানুগ নিরীক্ষা
নিরীক্ষার সময়	:	০৩-০৮-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৪-০৫-২০১৭ খ্রিঃ ও ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	:	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে ও সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- সরকারি নির্দেশনা লংঘন করে বিল প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি;
- অনিয়মিত চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি;
- চুক্তির শর্ত সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি;
- চুক্তিকৃত রেটের অতিরিক্ত রেটে বিল প্রদান করা হয়েছে;
- কাবিটা স্কীম বাস্তবায়ন নীতিমালা লংঘন করায় আর্থিক অপচয়;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিপুল পরিমাণ জমি অবৈধ দখলদারের দখলে থাকা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড না হওয়া;
- টেন্ডার ব্যতীত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিডিউল রেট/এনালাইসিস রেট অপেক্ষা বেশি রেটে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে কাজ সম্পাদনে সরকারের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়;
- হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ তৈরির কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না করায় কৃষকের ফসল রক্ষা না হওয়ায় সরকারি টাকার নিষ্ফল ব্যয় করা হয়েছে তথাপিও ঠিকাদারকে জরিমানা করা হয়নি;
- রাজস্ব আদায় করা হয়নি।

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ :

- অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা;
- সরকারি আদেশ ও নির্দেশ পালনে অনীহা;
- চুক্তির শর্ত সঠিকভাবে পরিপালন না করা;
- প্রাক্কলনে আইটেম ভিত্তিক সামঞ্জস্য না রেখে অতিরিক্ত আইটেমের কাজ সংযোজন করে প্রাক্কলন তৈরি করা;
- চুক্তিকৃত রেটের অতিরিক্ত রেটে বিল প্রদান করা;
- কাবিটা স্কীম বাস্তবায়ন নীতিমালা পরিপালন না করা;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিপুল পরিমাণ জমি অবৈধ দখলদারের দখলে থাকা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড না হওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের অবহেলা।
- টেন্ডার ব্যতীত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিডিউল রেট/এনালাইসিস রেট অপেক্ষা বেশি রেটে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে কাজ সম্পাদনে সরকারের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা;
- হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ তৈরির কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না করায় কৃষকের ফসল রক্ষা না হওয়াতে সরকারি টাকার নিষ্ফল ব্যয় করা হয়েছে তথাপিও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া;
- রাজস্ব আদায় না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করা আবশ্যক;
- অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন;
- চুক্তির শর্ত সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- প্রাক্কলনে আইটেম ভিত্তিক সামঞ্জস্য প্রাক্কলন তৈরি করা আবশ্যক;
- চুক্তিকৃত রেটের অতিরিক্ত রেটে বিল প্রদান না করা আবশ্যক;
- কাবিটা স্কীম বাস্তবায়ন নীতিমালা লংঘন করে অর্থ ব্যয় করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিপুল পরিমাণ জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড করা অতীব প্রয়োজন;
- টেন্ডার ব্যতীত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিডিউল রেট/এনালাইসিস রেট অপেক্ষা বেশি রেটে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে কাজ সম্পাদনে সরকারের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিডিউল রেট/এনালাইসিস রেট এ কাজ করা অথবা ওটিএম করে ঠিকাদার নির্বাচন করা আবশ্যক;
- হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ তৈরির কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক;
- বিভিন্ন দপ্তরে অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী জনবল পদায়ন দেয়া প্রয়োজন;

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ০১

শিরোনাম: কর্তৃপক্ষের অবহেলা/শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে ২৮৪.০৭ একর স্থাবর সম্পদ বেদখল।

বিবরণ:

পওর বিভাগ, বাপাউবো বরিশাল, পওর বিভাগ ঢাকা-১ ও বাপাউবো-১ বহদ্দারহাট চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ৩১-০৮-২০১৫ খ্রি: হতে ০৭-০৯-২০১৫ খ্রি: ০৫-০৮-২০১৫ খ্রি: হতে ১৩-০৯-২০১৫ খ্রি: এবং ০৬-০৯-২০১৫ খ্রি: হতে ১৪-০৯-২০১৫ খ্রি: সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন বেদখল/অবৈধ দখলকৃত জমি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- বরিশাল পওর বিভাগের ১৬৫ একর, সাতলা বাগদা প্রকল্পের পোল্ডার-২ এলাকায় ৩ একর এবং হিজলা উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পে ২ একর জমি বেদখল হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের অবহেলায়/সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবে ১৬৫ একর স্থাবর সম্পদ বেদখল রয়েছে।
- ঢাকা বিভাগাধীন ১৭.০৭ একর জমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকির অভাবে হুকুম দখলকৃত জমি রেকর্ডভুক্ত না করায় এবং অবৈধ দখলদার হতে উচ্ছেদের বাস্তবিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বোর্ডের জমি অবৈধ দখলদারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
- চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ১৩৯১ টি স্থাপনা, যার জমির পরিমাণ ১০২ একর অবৈধ দখলে রয়েছে **[পরিশিষ্ট-০১(১-৩), পৃষ্ঠা নম্বর : ১-৪]**।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২-০৪-২০১৫ খ্রি: তারিখের ৯ম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ১১(৬) মোতাবেক "পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি দখলমুক্ত করার জন্য প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে ভূমির তালিকাসহ পত্র দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে"। স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি জেলা প্রশাসককে ভূমি দখলমুক্ত করার বিষয়ে কোন পত্র প্রদান করা হয়নি।
- সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের ৪৫ নং অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব বিভাগীয় কর্মকর্তার উপরই বর্তায়। আলোচ্যক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর বিধি-২৩ অনুযায়ী সরকারি সম্পদের কোন ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্মকর্তাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। ফলে পাউবো'র জমি হতে অবৈধ দখলদারকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় উচ্ছেদ করার দায়িত্ব বিভাগীয় কর্মকর্তার।

অনিয়মের কারণ:

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির দশম সংসদের ৯ম বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করা।
- সরকারি সম্পদ রক্ষায় কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য প্রদর্শন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অবৈধ দখল উচ্ছেদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইতোমধ্যে ধারাবাহিকভাবে মাইকিং করে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণ করে উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জবাব প্রেরণ করা হবে।
- অবৈধ সম্পত্তি উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। দখলমুক্ত করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৯ম বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত ১১(৬) মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবৈধ দখলে থাকা স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। আপত্তি উত্থাপনের পর ৩ বছর ১০ মাস অতিবাহিত হলেও অগ্রগতি/দখলমুক্ত করার কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-১১-২০১৫,০৩-১২-২০১৫, ০৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম ৩১-১২-২০১৫, ২০-০১-২০১৬, ০৩-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০১-০২-২০১৬, ২৯-০২-২০১৬, ০৭-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত জমি অবৈধ দখলদার হতে উদ্ধার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০২

শিরোনাম: ECNEC কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত ৭৯ হতে ৮০ মিটারের স্থলে ৫০ মিটার রিভার বেড ধরে ২৯ মিটার কম প্রস্থে নদী খনন কাজের চুক্তি সম্পাদন করায় ২৫,৯৩,৬৬,৯০২ (পঁচিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শত দুই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

পওর বিভাগ, পাউবো, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ে ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালের হিসাব ২১-০৪-২০১৬ খ্রি: হতে ০২-০৫-২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে মেহেরপুর জেলার "ভৈরব নদীর" পুনঃখনন কাজের ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি, ডিজাইন, প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ECNEC কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত ৭৯ হতে ৮০ মিটারের স্থলে ৫০ মিটার রিভার বেড ধরে ২৯ মিটার কম প্রস্থে নদী খনন কাজের (পূর্ত ও নির্মাণ কাজ) চুক্তি সম্পাদন করায় ২৫,৯৩,৬৬,৯০২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- কিন্তু বাস্তবে ২৯ কি.মি. দীর্ঘ নদীর রিভার বেড (প্রস্থ) ৫০ মিটার এবং আর এল ৬.৫০ মিটার ধরে (২৯০০০ মি. × ৫০ মি.) = ১৪,৫০,০০০ বর্গমিটার স্থানে ৪৯,৬০,৬৯০ ঘনমিটার মাটি খনন কাজের চুক্তিমূল্য ৭০,৬৫,৫১,২১৬ টাকা।
- অর্থাৎ আরডিপিপি অপেক্ষা (৭৯-৫০) = ২৯ মিটার রিভার বেড দিয়ে (২৯,০০০ মি. × ২৯ মি.) = ৮,৪১,০০০ বর্গমিটার মাটি খনন কাজ কম করে (৭০,৬৫,৫১,২১৬ টাকা ÷ ২২,৯১,০০০ বর্গমিটার × ৮,৪১,০০০ বর্গমিটার) = ২৫,৯৩,৬৬,৯০২ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০২, পৃষ্ঠা নম্বর: ৫]**।

অনিয়মের কারণ:

- ECNEC এর অনুমোদন ব্যতীত অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা (৭৯-৫০) = ২৯ মিটার রিভার বেডের প্রস্থ কম ধরে চুক্তি সম্পাদন করায় উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ৭৯ হতে ৮০ মিটার রিভার বেডের স্থলে ৫০ মিটার ধরে চুক্তি করায় ভৈরব নদীকে খালে রূপান্তর করা হয়েছে।
- জিএফআর বিধি-১১ মোতাবেক প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা এবং কঠোর মিতব্যয়িতা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। আলোচ্যক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদনসহ অন্যান্য কাজ করা হয়েছে। এ যাবৎ ০১টি মাত্র চলতি বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- অনুমোদিত নকশা অনুসারে উক্ত খনন কাজে মাটির পরিমাণ ৪৯,৬০,৬৯০.৯৮ ঘন মিটার ও প্রাক্কলিত মূল্য ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে থাকায় ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি। কাজটি বাস্তবায়নে সরকারি অর্থের কোন ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অনুমোদিত ডিপিপি মূল্যে নির্ধারিত ৭৯ মিটার রিভার বেডের স্থলে ৫০ মিটার রিভার বেড ধরে অর্থাৎ ২৯ মিটার কম রিভার বেড খনন করে ডিপিপি সমমূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়া সেই প্রাক্কলনে ৫০ মিটারের জন্য একই মূল্যে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা আনুপাতিক হারে কম হওয়ার কথা।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-০১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম ২০-০২-২০১৭ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ১১-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ ০৩

শিরোনাম: অনুমোদিত প্রাক্কলনে নদীর পুনঃখননকৃত মাটি নির্দিষ্ট দূরত্বে না ফেলে কার্যস্থল সীমানায় ফেলায় পুনরায় নদী ভরাটের সম্ভাবনা থাকায় এবং মাটি পরিবহন বাবদ মোট ২৬,৭৪,২৪,৭০৩ (ছাব্বিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ:

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা ও এর অধীন পওর বিভাগ, যশোর, নড়াইল এবং বাগেরহাট মোট ৩টি প্রতিষ্ঠান এর ২০১৪-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ২৭-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে অনুমোদিত প্রাক্কলন, সিএস, বিল ভাউচারসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- যশোর কার্যালয়ের "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট কপোতাক্ষ নদের বন্যা ও জলাবদ্ধতা হতে ঝিকরগাছা পৌর এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্পের" অনুমোদিত ডিপিপি/প্রাক্কলনে নির্দেশিত দূরত্বে কপোতাক্ষ নদের পুনঃখননকৃত ৩৮,৭৮,৫২৮ ঘন মিটার অপসারণযোগ্য মাটি ট্রাক দ্বারা নদীর তীর খননকৃত স্থল হতে ৩০মি. থেকে ১০০ মি. দূরে অপসারণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে খননস্থলের পাশে ৩৮,৭৮,৫২৮ ঘন মিটার মাটি নদীর দুই তীরে জমা করা হয়েছে। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে উপকারভোগী জনগণ বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় মোট ১৮,৯৫,৫৬,০০০ টাকা অপচয় হয়েছে (বাস্তব পরিদর্শনের ছবি সংযুক্ত)।
- নড়াইল কার্যালয়ের "খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক" প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রাক্কলনের বিওকিউ আইটেম নং ০৫ এ কোড ১৬-২৪০ এর বর্ণনা অনুযায়ী চিত্রা নদী পুনঃখননকৃত মাটি ১৫ মিটার দূরে অপসারণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা না করে খননস্থলের পাশে ৫ মিটার দূরে দুই তীরে জমা করা হয়েছে। ফলে বৃষ্টি হলে সিংহভাগ মাটি ধ্বসে নদী ভরাট হয়ে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।
- নদী খনন কাজের খননকৃত মাটি নির্দিষ্ট ও নির্দেশিত দূরত্বে অপসারণ না করে নদীর ০৫ মিটারের ভিতরে দুই পাড়ে ফেলায় উপকারভোগী জনগণ ৫,৪৬,৫৫,০০০ টাকা ব্যয়ের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।
- বাগেরহাট কার্যালয়ে মাইদারা ইছামতি খাল-চুকাঠী খাল-ঝিলাই খাল-দাউদখালী খাল-যোগীখালী খাল-কাটাখাল-গোনাখাল-পশুরনদী পুনঃখনন কাজসমূহের ক্ষেত্রে প্রাক্কলনে খননকৃত মাটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ফেলা হয়নি। বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায় যে, প্রাক্কলনে বর্ণিত ১৫ মিটার দূরত্বে খননকৃত মাটি না ফেলে নদী/খালের ৫ মিটারের মধ্যে স্তুপ করে ফেলে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মাটি পরিবহণ বাবদ ঠিকাদারকে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বাস্তব পরিদর্শনের ছবি সংযুক্ত)।
- নদী/খাল খননের মাটি নির্দিষ্ট দূরত্বে না ফেলা সত্ত্বেও মাটি পরিবহণ বাবদ ঠিকাদারকে ২,৩২,১৩,৭০৩ টাকার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ৩টি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত প্রাক্কলনে নদীর পুনঃখননকৃত মাটি নির্দিষ্ট দূরত্বে না ফেলে কার্যস্থল সীমানায় ফেলায় পুনরায় নদী ভরাটের সম্ভাবনা থাকায় এবং মাটি পরিবহন বাবদ মোট (১৮,৯৫,৫৬,০০০+৫,৪৬,৫৫,০০০+২,৩২,১৩,৭০৩) = ২৬,৭৪,২৪,৭০৩ টাকা অপচয় হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৩(১-৩), পৃষ্ঠা নম্বর: ৬-১২]**।

অনিয়মের কারণঃ

- বিওকিউ এর আইটেম নং-০৫ এর শর্তানুযায়ী মাটি নদীর তীর হতে কমপক্ষে ১৫ মিটার দূরত্বে ফেলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পওর বিভাগ, যশোর, নড়াইল ও বাগেরহাট :
  ডিপিপি/আরডিপিপিতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে মাটি ফেলা হয়েছে। কাজসমূহ চলমান। চূড়ান্ত বিল দেওয়ার পূর্বে যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে।
- পওর বিভাগ, যশোর : কাজ চলমান থাকাকালীন আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে মাটি নকশা অনুযায়ী নির্ধারিত দূরত্বে অপসারণ করা হবে।
- পওর বিভাগ, বাগেরহাট প্রাক্কলনে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক মাটি নির্দিষ্ট দূরে ফেলা হয়েছে।
- পওর বিভাগ, নড়াইল হতে কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
- বর্ণিত খালসমূহের নিকটে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন হুকুম দখলকৃত জমি নাই। খাস খাল ও জনগণের জমি ব্যবহার করে ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ করতে হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ খননকৃত/অপসারণকৃত মাটি কতটুকু দূরত্বে ফেলতে হবে তা বিওকিউ/প্রাক্কলনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি প্রায় শেষের দিকে। নিরীক্ষাকালীন অর্থাৎ এপ্রিল/২০১৭ মাসে নদী খননকৃত মাটি বাস্তবে খননকৃত স্থানের নিকটে দেখা যায়। এছাড়া এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিয়ম এর বিষয়টি দৈনিক "ভোরের কাগজে" ৩১-১০-২০১৫ খ্রিঃ এবং দৈনিক "নয়াদিগন্ত" পত্রিকায় ২৯-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আরোও উল্লেখ্য যে, খননকৃত মাটি নদীর পাড়ে স্তুপ করা হয়েছে তা জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক তদন্তের মাধ্যমে সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।
- ঐতিহাসিক চিত্রা নদীতে মাত্র ১৫ মিটার বেড খনন করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি হলে সিংহভাগ মাটি ধ্বসে নদী পুনঃভরাট হয়ে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প থেকে উপকারভোগী জনগণ বঞ্চিত হবে।
- বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায় প্রাক্কলন ও বিওকিউ অনুযায়ী মাটি যথাযথ স্থানে না ফেলার প্রমাণ পাওয়া যায় (বাস্তব পরিদর্শনের ছবি সংযুক্ত)। এতে দেখা যায় যে, প্রাক্কলনে বর্ণিত ১৫ মিটার দূরত্বে খননকৃত মাটি না ফেলে নদী/খালের ৫ মিটারের মধ্যে স্তুপ করে ফেলে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মাটি পরিবহণ বাবদ ঠিকাদারকে আপত্তিকৃত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম; ২১-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৪-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- প্রাক্কলনের নির্দেশনা মোতাবেক যথাস্থানে খননকৃত মাটি না ফেলা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৪

শিরোনাম: ড্রেজিং চার্জ বাবদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাভোগীর নিকট ১৩,৫০,৭০,৪৯৩ (তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশত তিরানব্বই) টাকা অনাদায়।

বিবরণ:

নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-১২-২০১৫ খ্রি: হতে ০৫-০১-২০১৬ খ্রি: সময়ের মধ্যে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন বিভিন্ন সংস্থা এবং সুবিধাভোগীর নিকট ড্রেজিং চার্জ বাবদ পাওনা টাকার হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ, পাউবো, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ে বিভিন্ন সংস্থা এবং সুবিধাভোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ড্রেজিং চার্জ বাবদ ১৩,৫০,৭০,৪৯৩ টাকা অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৪, পৃষ্ঠা নম্বর: ১৩]**।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭(এ) প্যারা মোতাবেক যে কোন রাজস্ব যথাসময়ে আদায়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের উপর অর্পিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতির প্রতিবেদনে উল্লিখিত বকেয়ার টাকা আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ড্রেজিং খাতে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ইতোমধ্যে পার্টির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। আদায় হলেই অডিটকে অবহিত করা হবে।
- পাউবো'র বকেয়া আদায়ে বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের তদারকি আছে। কাজ শেষে বাজেটসহ বিভিন্ন জটিলতার কারণে বকেয়া আদায় বিলম্বিত হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ বকেয়া টাকা আদায়ের কোন প্রকার পদক্ষেপ নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি অডিট আপত্তি উত্থাপনের পর ৩ বছর ১০ মাস অতিবাহিত হলেও টাকা আদায়ের কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। এতে ড্রেজার বিভাগের গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এবং সংস্থাটি অর্থাভাবে দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ঠিকাদারের বিল পরিশোধের সময় ড্রেজার চার্জ/ভাড়া কর্তন করে বিল পরিশোধের কথা। কিন্তু নথিপত্রে এ ধরণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০১-০৩-২০১৬ খ্রি: তারিখে অগ্রিম; ০৯-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ১৩-০৭-২০১৬ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনুচ্ছেদে উল্লিখিত টাকা আদায় করে জরুরি ভিত্তিতে ড্রেজার বিভাগের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৫

শিরোনাম: টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনাকৃত ব্লকের চেয়ে অতিরিক্ত ব্লকের মূল্য পরিশোধ করায় পাউবো'র ৭,৭৯,৬০,৫৮৪ (সাত কোটি ঊনআশি লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশত চুরাশি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ:

পওর বিভাগ, পাউবো, লক্ষ্মীপুর ও লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালের হিসাব যথাক্রমে ০২-০২-২০১৬ খ্রি: হতে ০৯-০২-২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত এবং ১০-১০-২০১৫ খ্রি: হতে ১৯-১০-২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নদীরক্ষামূলক কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র, কার্যাদেশ, বিল-ভাউচারসহ সিসি ব্লক তৈরি ও সরবরাহ সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- লক্ষ্মীপুর কার্যালয়ে "মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতী এবং কমলনগর উপজেলার তীর সংরক্ষণ কাজ (পর্যায়-১)"-এ প্যাকেজ নং-Lax/ADP/DPM/W-01/2014-2015 এর মাধ্যমে ১৯ ইসিবি, এসডব্লিউও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পাদিত কাজে টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনাকৃত ব্লকের চেয়ে বিলে প্রদর্শিত ব্লকের পরিমাণ বেশী দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ব্লকের মূল্য বাবদ ৬,৬৮,৫৯,৪৪৭ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধে পাউবোর আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট কার্যালয়ের সোনাহাট ব্রিজ এবং ভুড়ুংগামারী মাদারগঞ্জ সড়ক প্রতিরক্ষামূলক কাজে ঠিকাদারের ১০ম চলতি বিল পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, আইটেম নং-৫(বি) তে ৪০×৪০×৪০ ঘন সে.মিটার সাইজের ২৩২১৩ টি ব্লক ডাম্পিং এর জন্য তৈরি করার বিল বাবদ ১,০৯,১০,১১০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে ।
- আইটেম নং-৭ এ ডাম্পিং করা হয়েছে ১০১৯.৪০ ঘন সে.মি. এতে ৪০×৪০×৪০ ঘন সে. মি. সাইজের ৬০% হিসাবে ব্লকের পরিমাণ দাঁড়ায় (১০১৯.৪০×৬০%) = (৬১১.৬৪÷০.০৬৪) = ৯৫৫৭ টি সিসি ব্লক। ফলে (২৩২১৩- ৯৫৫৭)=১৩৬৫৬টি ব্লকের মূল্য (১৩৬৫৬ × ৪৭০) = ৬৪,১৮,৩২০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- অপরদিকে ৩০×৩০×৩০ ঘন সে.মি. সাইজের ৪০% ডাম্পিং এর পরিমাণ দাঁড়ায় (১০১৯.৪০ - ৬১১.৬৪)=৪০৭.৭৬ ঘন সে.মি. অথবা (৪০৭.৭৬ ÷ ৩০×৩০×৩০) = ১৫১০২টি ব্লক। কিন্তু ডাম্পিং এর জন্য ৩০×৩০×৩০ ঘন সে. মিটার সাইজের সরবরাহ বা বিল দেয়া হয়েছে ৩৭৯৪৫টি ব্লকের। এই সাইজের ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে ১৫১০২ টি এতে (৩৭৯৪৫ - ১৫১০২)=২২৮৪৩টি ব্লক বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (২২৮৪৩ × ২০৫)= ৪৬,৮২,৮১৫ টাকা।
- উভয় সাইজের (১৩৬৫৬ + ২২৮৪৩) = ৩৬৪৯৯ টি ব্লক অতিরিক্ত সরবরাহ দেখিয়ে পরিশোধ করা হয়েছে (৬৪১৮৩২০ + ৪৬৮২৮১৫) = ১,১১,০১,১৩৫ টাকা।
- ২টি বিভাগে টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনাকৃত ব্লকের চেয়ে অতিরিক্ত ব্লকের মূল্য বাবদ (৬,৬৮,৫৯,৪৪৭+১,১১,০১,১৩৫) = ৭,৭৯,৬০,৫৮৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৫(১-২), পৃষ্ঠা নম্বর: ১৪-১৫]**।
- জিএফআর-১০ ধারা মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে তা প্রতিফলন করা হয়নি।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাসম-উ:৫/বিবিধ-৩২/২০০০/৩৬৩ তারিখ: ০৭-০৭-২০০৫ খ্রি: মোতাবেক সিসি ব্লক/বোল্ডার/হার্ড-রক/বালি ভর্তি জিও ব্যাগ গণনাপূর্বক পরিমাণের নিশ্চয়তা বিধানের পরই কেবল ঐ সামগ্রীসমূহ রিভেটমেন্ট কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এগুলো ফেলার কাজও স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটির সামনেই সম্পাদন করতে হবে। এ ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রস্তুতকৃত সিসি ব্লক/বোল্ডার/হার্ড-রক/বালি ভর্তি জিও ব্যাগ গণনাপূর্বক পরিমাণ ও গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ পরীবিক্ষণ ব্যবস্থা যথারীতি বলবৎ থাকবে।

অনিয়মের কারণ:

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাসম-উ:৫/বিবিধ-৩২/২০০০/৩৬৩ তারিখ: ০৭-০৭-২০০৫ খ্রি: এর নির্দেশনা লংঘন।
- গণনাকৃত ব্লকের চেয়ে অতিরিক্ত ব্লকের মূল্য পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ৫০×৫০×৪০ ঘন সে.মি. সাইজের সি.সি. ব্লক টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা করা হয়না। শুধুমাত্র ৪৫×৪৫×৪৫ ঘন সে.মি. সাইজ ও ৫০×৫০×৫০ ঘন সে.মি. সাইজের ব্লকগুলির কিছু টাস্কফোর্স গণনা করেন ও অবশিষ্ট ব্লকগুলি পরবর্তীতে টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা করা হয়। উক্ত সময়ে শুধুমাত্র সি.সি. ব্লক তৈরির বিল প্রদান করা হইয়াছে।
- কাজটি বর্তমানে চলমান আছে। তাই তৈরিকৃত সিসি ব্লক ও ডাম্পিংকৃত সিসি ব্লকের সংখ্যায় তারতম্য আছে। এক্ষেত্রে তৈরিকৃত সিসি ব্লকের বিল এবং আংশিক ডাম্পিং কাজের বিল প্রদান করা হয়েছে। তৈরিকৃত অবশিষ্ট সিসি ব্লক পরবর্তীতে ডাম্পিং করা হইয়াছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ নিরীক্ষায় ৩০×৩০×৩০ ঘন সে.মি. এবং ৪০×৪০×৪০ ঘন সে.মি. সাইজের ব্লকের অনুচ্ছেদ উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু জবাব প্রদান করা হয়েছে ৫০×৫০×৪০ ঘন সে.মি., ৪৫×৪৫×৪৫ ঘন সে.মি. এবং ৫০×৫০×৫০ ঘন সে.মি. সাইজের ব্লকের জন্য। যা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।
- সকল সাইজের সিসি ব্লক টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনাযোগ্য। ডাম্পিংকৃত সিসি ব্লকের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে বিল পরিশোধে ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া টাস্কফোর্স কর্তৃক ব্লক গণনা ও ডাম্পিং এর কোন প্রত্যয়নপত্র পাওয়া যায়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০-০৪-২০১৬ খ্রিঃ, ১৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম; ২৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ, ২৬-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৫-০৭-২০১৬ খ্রিঃ, ২৯-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করে ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য দেখানোর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৬

শিরোনাম: ড্রেনেজ স্লুইস গেটের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ছাড়াই কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৭,০৮,৯৯,৮২৩ (সাত কোটি আট লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত তেইশ) টাকা বিল পরিশোধে ক্ষতি।

বিবরণ:

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা ও এর অধীন পওর বিভাগ, বাগেরহাট কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২০-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ২৭-০৪-২০১৭ খ্রি: সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ড্রেনেজ স্লুইস গেটের কাজের বিল-ভাউচারসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- বাগেরহাট পওর বিভাগের অধীন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পোল্ডার নং-৩৪/২ এর মাধ্যমে মাইদারা ইছামতি খালে ৮ ভেন্ট, কাটা খাল-এ ২ ভেন্ট, দাউদখালী খালে ১২ ভেন্ট, পশুর নদী ১৬ ভেন্ট বিশিষ্ট ড্রেনেজ স্লুইস গেটের কাজসমূহের ক্ষেত্রে বাস্তবে যাচাইকালে দেখা যায় যে, মাটি কর্তন ছাড়া আদৌ কোন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ না করে অলীক কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- বাস্তব পরিদর্শনকালে কাজের মাটি খননকৃত অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি (আলোকচিত্র সংযুক্ত)।
- ড্রেনেজ স্লুইস গেটের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ছাড়াই অলীক কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৭,০৮,৯৯,৮২৩ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৬, পৃষ্ঠা নম্বর: ১৬]**।
- জিএফআর বিধি- ২৫ অনুযায়ী কোন কর্মকর্তার বা তার অধীনস্থ অপর কোন কর্মকর্তার জালিয়াতি বা অবহেলার কারণে আর্থিক ক্ষতি হলে এরূপ ক্ষতির অর্থ অংশ হারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আপত্তিকৃত কাজসমূহ সম্পাদনপূর্বক পরিমাপ বহিতে লিপিবদ্ধপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ঠিকাদারগণ যে সমস্ত আইটেমের কাজ করেছেন শুধুমাত্র সে সমস্ত আইটেমের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তবে কাজ হয়নি এ ধরণের আইটেমের কোন বিল পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সঠিক নয়। কারণ, বাস্তব পরিদর্শন করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি ছাড়াই ২৩-০২-২০১৬ খ্রি: তারিখে প্রকল্প বন্ধ ঘোষণা করার পর ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শীট পাইলসহ অন্যান্য পরিশোধিত আইটেমসমূহ বাস্তব যাচাইকালে পাওয়া যায়নি। এতে সরকারের ৭,০৮,৯৯,৮২৩ টাকা অপচয় করা হয়েছে।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-১০-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম; ২১-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৪-১২-২০১৭ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অর্থ অপচয়ের সাথে জড়িতদের নিকট হতে আপত্তিকৃত সমূদয় অর্থ বোর্ডের তহবিলে জমাপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৭

শিরোনাম : ঢাকা সিটি করপোরেশন এরিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ১০৪১.১৫৮২ একর জমি বেদখল এবং হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড না হওয়ায় অনিয়ম।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীন ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ১৩-১২-১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে জমি সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ঢাকা সিটি করপোরেশন এরিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে বিভিন্ন মৌজায় অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ ১৭৩১.৫৯২৮ একর। হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড হওয়া এবং না হওয়া তালিকা সম্পর্কিত বিবরণী হতে পরিলক্ষিত হয়, উক্ত জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড হয়েছে মাত্র ৬৯০.৪৩৪৬ একর। অবশিষ্ট ১০৪১.১৫৮২ একর জমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড হয়নি **[পরিশিষ্ট-০৭, পৃষ্ঠা নম্বরঃ ১৭]**।
- ভূমি অধিগ্রহণকৃত ভূমির হাল রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১০৪১.১৫৮২ একর জমি হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড নাই।

অনিয়মের কারণ :

- হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর জমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে অবহেলা। উক্ত জমি অবৈধ দখলদারদের নামে রেকর্ড করে নেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ১০৪১.১৫৮২ একর জমি হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড না হওয়ার কারণ হলো অধিগ্রহণ পরবর্তীতে অধিগ্রহণকৃত জমির এল.এ. প্লানসহ দাগসূচি ও দখলনামার কপি সেটেলমেন্ট দপ্তরে দাখিলে বিলম্ব এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে রেকর্ড সংশোধন না করে অবৈধভাবে সৃজিত খতিয়ান এবং অবৈধ দখলদারদের অনুকূলে রেকর্ড সম্পাদন করায় এরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- সর্বশেষ জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, ১০৪১.১৫৮২ একর জমি হাল/সিটি জরিপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড না হওয়ার কারণ হলো অধিগ্রহণ পরবর্তীতে অধিগ্রহণকৃত জমির এল.এ. প্লানসহ দাগসূচি ও দখলনামার কপি সেটেলমেন্ট দপ্তরে দাখিলে বিলম্ব এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে রেকর্ড সংশোধন না করে অবৈধভাবে সৃজিত খতিয়ান এবং অবৈধ দখলদারদের অনুকূলে রেকর্ড সম্পাদন করায় এরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।
- এতে প্রমাণিত হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখলে গিয়েছে ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ও ২০-০৯-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বেদখল জমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নামে রেকর্ড করে ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৮

শিরোনাম: কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা নির্দেশনা অনুযায়ী কাবিটা স্কিমের মাধ্যমে হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় সরকারের ১,৮০,৫০,৯৫৮ (এক কোটি আশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত আটান্ন) টাকা অপচয়।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীন পওর বিভাগ, নেত্রকোনা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ১৩-১২-১৭ খ্রি: হতে ১৫-০৩-১৮ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা পওর বিভাগ এর কাবিটা স্কিমের চুক্তি, প্রগ্রেস রিপোর্ট, এমবি, বিল ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কাবিটা প্রকল্পের প্রগ্রেস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার করার জন্য মোট ৪১ টি স্কিম বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৬৬.৪৫ লক্ষ টাকার চুক্তি হয়।
- কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা নির্দেশনা অনুযায়ী কাবিটা স্কিমের হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয় ১,৮০,৫০,৯৫৮ টাকা।
- কাবিটা স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ এর ক্লজ নং-৪.৩.২ মোতাবেক হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার করার জন্য ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
- কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪১ টি কাজের কোনটিই ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। ৩১-০৩-২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত কোন স্কিমের কাজই ১০০% সমাপ্ত হয়নি। কিছু কাজের অগ্রগতি মাত্র ৬০% হতে ৬৫%। ফলে হাওড়ের বাঁধ রক্ষা হয়নি এবং আংশিক বাঁধ নির্মাণ/সংস্কারকাজ কৃষকের উপকারে আসেনি। আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র‍্যাক) অফিসের রেকর্ড, ভাউচার এবং প্রগ্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী ৪১টি আংশিক কাজের উপর বিল বাবদ ১,৮০,৫০,৯৫৮ টাকা প্রদান করায় উক্ত অর্থ অপচয় হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৮, পৃষ্ঠা নম্বর: ১৮]**।

অনিয়মের কারণ:

- কাবিটা স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ এর ক্লজ নং-৪.৩.২ মোতাবেক হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার করার জন্য ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে যা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা কর্তৃক পত্র নং ৪২.০০.০০০০.০৪৭.০১৬.০০২.২০১৭-১০০ তারিখ ০৮-০৩-২০১৭ এর মাধ্যমে কাবিটা স্কিমে হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ কাজের সময়সীমা ২৮-০২-১৭ এর পরিবর্তে ৩১-০৩-১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে । উল্লেখ্য প্রতি বছরই এপ্রিল মাসের শেষ হতে মে মাসের প্রথম দিকে বন্যা আসে। এ বছর আগাম বন্যা মার্চ মাসের ২৮ তারিখে চলে আসে কাজেই উক্ত ডুবন্ত বাঁধের পরিমাপ এপ্রিল মাসে নেয়া সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- কাবিটা স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই নীতিমালার ক্লজ নং-৪.৩.২ মোতাবেক হাওড়ে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার করার জন্য ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করে আবশ্যিকভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখার পত্র নং- ৪২.০০.০০০০.০৪৭.০১৬.০০২.২০১৭-১০০ তারিখ: ০৮-০৩-২০১৭ এর মাধ্যমে কাবিটা স্কিমের হাওড়ে বাঁধ নির্মাণের সময়সীমা ২৮-০২-১৭ এর পরিবর্তে ৩১-

০৩-১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা কাবিটা স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ এর পরিপন্থি। কাজেই উক্ত ক্ষতির কারণ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর বর্তায়। কাবিটা স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হলে কৃষকের ফসলের ক্ষতি হতো না। এ ছাড়াও কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪১ টি কাজের কোনটিই ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত হয়নি এবং বর্ধিত সময় ৩১-০৩-২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত কোন স্কিমের কাজই ১০০% সমাপ্ত না হওয়া সত্বেও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হয়নি। বর্ণিত কারণসমূহের জন্য জবাব সন্তোষজনক নয়।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ও ২০-০৯-২০১৮খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- কাবিটা স্কিম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ লঙ্ঘন করে সিদ্ধান্ত প্রদান করার জন্য এবং অনর্থক সরকারি টাকা খরচ করার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গ হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৯

শিরোনাম : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিজস্ব ড্রেজার বিভাগকে কাজ না দিয়ে টেন্ডার ব্যতীত প্রাক্কলিত দরের অতিরিক্ত দরে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন করে অনিয়মিতভাবে বিল প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি ১,৮৬,৬৭,১৫৯ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত উনষাট) টাকা।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীন কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ১৩-১২-১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল-ভাউচার, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, চুক্তি ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- নদী ড্রেজিং কাজের জন্য টেন্ডার ব্যতীত "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প" এর আওতায় ধলেশ্বরী নদীর ০.০০ হতে ০.৩৫০ কি.মি. ড্রেজিং এবং ০.০০ হতে ২.২০ কি.মি. Operation & maintenance Dredging কাজ এর জন্য মেসার্স খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি) এর সাথে প্রতি ঘনমিটার নদীর মাটি ড্রেজিং এর ১৫২ টাকা দরে অন্য আইটেমসহ মোট ৬৩,৭৮,৬৮,২৮৪ টাকার সরাসরি (ডিপিএম) চুক্তি হয়, যা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৪ এর পরিপন্থী। চুক্তি নং- নাই, তারিখ ৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ।
- ২৪-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত দরপত্র মূল্যায়ন সভার কার্যবিবরণী হতে দেখা যায়, এই কাজের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ডিজাইন সার্কেল-২ কর্তৃক অনুমোদিত দর প্রতি ঘনমিটার ড্রেজিং মূল্য ১৪৫ টাকা। উল্লেখ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইন সার্কেল-২ এর অনুমোদিত (Analysis rate) দরেই ডিপিএম পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন করা হয়।
- টেন্ডার ব্যতীত প্রাক্কলিত দরের অতিরিক্ত দরে ঠিকাচুক্তি করাতে প্রতি ঘনমিটারে সরকারের অতিরিক্ত খরচ (১৫২-১৪৫)=৭ টাকা।
- "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প" এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রোগ্রেস রিপোর্ট এবং র‍্যাক ময়মনসিংহ এর ভাউচার নং ৭০/২ তারিখ ২৮-১২-১৬ অনুযায়ী খুলনা শিপইয়ার্ড লি. (খুশিলি) এর মাধ্যমে ২৬৬৬৭৩৭ ঘনমিটার নদীর মাটি ড্রেজিং করার বিল প্রদান করা হয়েছে।
- টেন্ডার ব্যতীত/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার পরিদপ্তর দ্বারা বাস্তবায়ন ব্যতীত ২৬৬৬৭৩৭ ঘনমিটার নদীর মাটি ড্রেজিং করা বাবদ সরকারের ২৬৬৬৭৩৭ × ৭=১,৮৬,৬৭,১৫৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৯, পৃষ্ঠা নম্বরঃ ১৯]**।

অনিয়মের কারণ :

- নিজস্ব ড্রেজার বিভাগকে কাজ না দিয়ে টেন্ডার ব্যতীত প্রাক্কলিত দরের অতিরিক্ত দরে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সরাসরি চুক্তির ক্ষেত্রে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি) কর্তৃক দাবী করা হয়েছে এই ড্রেজিং কাজের প্রাক্কলনে ফসলের ক্ষতিপূরণ এবং ড্রেজিং মাটি ফেলার জন্য জমি ভাড়া করতে হয়। এই টাকা ধরা নেই ফলে প্রতি ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং ১৪৫ টাকার পরিবর্তে ১৫২ টাকা বা ৭ টাকা বেশি দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সর্বশেষ জবাব মোতাবেক ফসলের ক্ষতিপূরণ দেয়া এবং ড্রেজিং মাটি ফেলার জন্য জমি ভাড়ার টাকা প্রদান করার সমর্থনে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। ফলে জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ও ২০-০৯-২০১৮খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ফসলের ক্ষতিপুরণ দেয়া এবং ড্রেজিং মাটি ফেলার জন্য জমি ভাড়া বাজার দরের/সিডিউল রেটের অতিরিক্ত দরে কাজ করানোর জন্য ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১০

শিরোনাম : ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণে ব্যর্থ ঠিকাদারের সাথে পুনরায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন এবং বিল প্রদান করায় ৬২,৯৪,২৮৮ (বাষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত আটাশি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীন পওর বিভাগ, নেত্রকোনা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ১৩-১২-১৭ খ্রি: হতে ১৫-০৩-১৮ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল, এমবি, ঠিকাচুক্তি, প্রোগ্রেস রিপোর্ট নথি ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিস্কাশন প্রকল্প এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হাওড়ে ফসল রক্ষার জন্য সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ করার জন্য ৩৫টি ঠিকাচুক্তি সম্পাদিত হয় যার মোট চুক্তি মূল্য ১৪৩১.৩৫ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারগণ চুক্তিমোতাবেক নির্ধারিত সময়ে বাঁধ নির্মাণে ব্যর্থ হওয়ায় হাওড়ের ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থ ঠিকাদার তালিকার মধ্যে ঠিকাদার মেসার্স ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স (প্রা:) এবং ঠিকাদার মেসার্স আনোয়ার এন্টারপ্রাইজ রয়েছে। চুক্তি নং যথাক্রমে ডব্লিই-১/৫২৬১ তারিখ: ০৪-০১-১৬ খ্রি: এবং ডব্লিই-১/৫২৬২ তারিখ: ০৪-০১-১৬, এই ঠিকাদারদ্বয়ের কাজের অগ্রগতি ছিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র যথাক্রমে ৫৭% ও ৫৬%। ফলে এই ঠিকাদারগণের হাওড়ের কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতা নেই। এই ঠিকাদারগণকে পরবর্তী বছরে হাওড়ের কাজ সম্পাদন করার জন্য নির্বাচন করা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৪৮ উপবিধি (খ) লঙ্ঘন।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪৮ উপবিধি (খ) উপেক্ষা করে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হাওড়ে ফসল রক্ষার জন্য সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ করার জন্য পুনরায় উক্ত ব্যর্থ ২ জন ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ১১৬.৯১ ও ৫২.০৫ লক্ষ টাকার ঠিকাচুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি নং যথাক্রমে ডব্লিইডিবি/নেত্র/ডব্লিই-১/৮৪৯৪ তারিখ ২৫-০১-১৭ এবং ডব্লিইডিবি/নেত্র/ডব্লিই-১/৮৪৯১ তারিখ: ২৫-০১-১৭। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কাজের অগ্রগতি ৩১-০৩-২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে হয়েছে যথাক্রমে ৪০% ও ৬৯%। এই অগ্রগতির বিপরীতে যথাক্রমে ৩৬,১১,২৮৮ টাকা (ভা: নং-১৫৭ তারিখ ২৯-০৩-১৭) ও ২৬,৮৩,০০০ টাকা (ভা:নং-৭৬ তারিখ ২৯-০২-১৭)। ব্যর্থ কাজের বিপরীতে মোট অর্থ প্রদান করা হয়েছে (৩৬,১১,২৮৮+২৬,৮৩,০০০)= ৬২,৯৪,২২৮ টাকা **[পরিশিষ্ট-১০, পৃষ্ঠা নম্বর: ২০]**।
- হাওড়ে ফসল রক্ষার জন্য সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে সময়মত বাঁধ নির্মাণ না করা হলে আংশিক কাজ কোন উপকারে আসেনা কারণ কৃষকের ধান পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বাঁধের উপর দিয়ে হাওড়ে পানি ঢুকে যায়। আংশিক কাজের বিপরীতে যে বিল প্রদান করা হয়েছে তা নিষ্ফল ব্যয়।

অনিয়মের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪৮ উপবিধি (খ) উপেক্ষা করে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণে ব্যর্থ ঠিকাদারের সাথে পুনরায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণের ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কাজ ক্যারিড ওভার করাতে উক্ত কাজ চলমান কাজেই ঠিকাদার ব্যর্থ নয়। সে কারণে পরবর্তী বছরে দরপত্রের সকল শর্ত পূরণ করায় এবং নিম্ন দরদাতা হওয়ায় ঠিকাচুক্তি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- সর্বশেষ জবাবে সংশ্লিষ্ট ২ জন ঠিকাদার ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নির্ধারিত সময়ে তাদের সাথে চুক্তিকৃত কাজের মাত্র ৫৬% ও ৫৭% সম্পন্ন করায় উক্ত ২ জন ঠিকাদারের সাথে পুনরায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণের ঠিকাচুক্তি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেও ৩১-০৩-২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে কাজের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৪০% ও ৬৯%। ফলশ্রুতিতে প্রমাণিত হয়েছে এই ঠিকাদারগণ প্রতিবছরই হাওড়ের সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণের কাজে এরূপ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। তথাপিও তাদেরকে কাজ দেয়ায় এবং জরিমানা আরোপ না করায় জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ও ২০-০৯-২০১৮খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ব্যর্থ ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্তি এবং ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১১

শিরোনামঃ সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় পাউবোর রাজস্ব ক্ষতি ১,৭৮,৩৪,৪৪৬ (এক কোটি আটাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত ছেচল্লিশ) টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীন মেঘনা-ধনাগোদা পওর বিভাগ, চাঁদপুর পওর বিভাগ, বরিশাল পওর বিভাগ, কুমিল্লা পওর বিভাগ ও পাবনা পওর বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ১৩-১২-১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে কার্যালয়সমূহের নথিপত্র পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- পাউবো'র সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা/২০০৩ এর অনুচ্ছেদ- ৬(১) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড'র ২৩-১০-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-এসআরও নং- ২৮৪/আইন/২০০৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সেচ সার্ভিস চার্জ (রাজস্ব) আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় পাউবো এর সর্বমোট রাজস্ব ক্ষতি/অনাদায়ী টাকার পরিমাণ (১৯,২৫,৭৯২+১,০৫,৩০,৫৪১+৩৮,৭২,৪৬৬+১১,৫৯,৭৩১+৩,৪৫,৯১৬) = ১,৭৮,৩৪,৪৪৬ টাকা **[পরিশিষ্ট-১১(১-৫), পৃষ্ঠা নম্বরঃ ২১-২৮]**।

অনিয়মের কারণঃ

- পাউবো'র সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা-২০০৩ এর অনুচ্ছেদ-৬(১) লঙ্ঘন।
- ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৫তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-২ অনুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড'র তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সার্ভিস চার্জ আদায়ের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে যা আদায়পূর্বক অগ্রগতি অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সর্বশেষ জবাব মোতাবেক সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের সমর্থনে কোন প্রমাণক না থাকায় উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ও ২০-০৯-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়িত্বে অবহেলার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১২

শিরোনাম: তৈরিকৃত সিসি ব্লক শতভাগ স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় ক্ষতি ৫,৮৪,৩৮,৪১৫ (পাঁচ কোটি চুরাশি লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত পনের) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর অধীন ভোলা পওর বিভাগ-১ ও ২ এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ১৩-১২-১৭ খ্রি: হতে ১৫-০৩-১৮ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, প্রাক্কলন, বিওকিউ, কার্যাদেশ ও চুক্তি ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

- বাঁধ মেরামত ও তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজে বিভিন্ন সাইজের সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য শ্রমিক মজুরি ১০০% ব্লক এর ক্ষেত্রে ২০০ মিটার বা ৬৫৬.২০ ফুট অধিক দূরত্বের জন্য শ্রমিক মজুরি নির্ধারণ করে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- কাজের এলাকা ছিল ১.৭৫ কি.মি. ও ১.৩০ কি.মি. দৈর্ঘ্য। এর মধ্যে ২০০ মিটারের ভিতরে কোন খালি জায়গা পাওয়া যাবে না তা ধারণা বহির্ভূত। এক্ষেত্রে ঠিকাদার নিজ উদ্যোগে ব্লক উৎপাদন স্থান নির্ধারণ করেন। তাই পূর্বে থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে ব্লক প্রস্তুতের স্থান পাওয়া যাবে না ধরে প্রাক্কলন প্রস্তুতের সুযোগ ছিল না। ২০০ মিটারের বাইরে শ্রমিক মজুরি অন্তর্ভুক্ত করে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- বাস্তবে নদীর তীরে ২০০ মিটারের মধ্যে খালি জায়গা রয়েছে। অন্তত ৫০% ব্লক নির্মাণ করে ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর জন্য ২০০ মিটারের ভিতরে হিসেবে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ যোগ্য হলেও তা না করায় পুরো কাজে ৫,৮৪,৩৮,৪১৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট -১২(১-২), পৃষ্ঠা নম্বর: ২৯-৩৫]**।

অনিয়মের কারণ:

- সি সি ব্লক তৈরির স্থান ও ব্লক স্থাপনের মধ্যে দূরত্ব ২০০ মিটারের বাহিরে থাকায় সিডিউল রেট অনুযায়ী বিল পরিশোধ যৌক্তিক নয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ব্লক তৈরির স্থান ও স্থাপনের মধ্যে দূরত্ব ২০০ মিটারের বাহিরে থাকায় সিডিউল রেট অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার কারণে আপত্তিটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- সর্বশেষ জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ সিসি ব্লক তৈরির স্থান ও ব্লক স্থাপনের মধ্যে দূরত্ব ২০০ মিটারের বাহিরে থাকায় সিডিউল রেট অনুযায়ী বিল দেয়া হয়েছে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ও ২০-০৯-২০১৮খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- তৈরিকৃত সিসি ব্লক শতভাগ স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

তারিখ ঃ ১৭/০৯/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০১/০১/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ ।

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা।